সপ্তবিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তগণের বিরহে প্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা, শচীমাতার বিলাপ ও প্রভুর প্রবোধ-দান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুতির আশঙ্কায় ভক্তগণ নিরন্তর চিন্তাযুক্ত থাকায় অন্ন-জল-গ্রহণেও কাহারও রুচি নাই। ভক্তবৎসল ভগবান সেবকের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজ-রহস্য-কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর নিত্য-পরিকর; তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রভুর কোন লীলাই হয় না; তাঁহারা জন্ম জন্ম প্রভুর সঙ্গে লীলা সহচর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রভু-বাক্যে ভক্তগণ সান্ত্বনা লাভ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

লোক পরম্পরায় প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা প্রচার হইতে হইতে তাহা শচীমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি দুঃখ-ভরে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন। অবশেষে মহাপ্রভুকে স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিয়া শচীমাতা তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক বিবিধ বিলাপ-বাক্যে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর শচীমাতার নিকট নিজ রহস্য কথা ও শচীদেবীর স্বরূপ বর্ণন দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে শচীমাতা কিয়ৎপরিমাণে স্থিরচিত্ত হইলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান—

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচী-নন্দন।
জয় জয় গৌর-সিংহ পতিতপাবন।।১।।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ বার্তায় ভক্তগণের দুঃখ ও প্রভুর প্রবোধ-দান-ছলে নিজ-রহস্য কথন—

এই মত অন্যোহন্যে সর্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।।২।।
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া।।৩।।
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার।।"৪।।
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।।৫।।
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে।।৬।।
প্রভু বলে,—"তোমারা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব-ক্ষণ।।৭।।
তোমরা বা ভাব 'আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা' সবারে ছাড়িয়া।।'"৮।।
সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা' সবা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।।৯।।
সর্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্মে হেন না জানিবা–জন্ম জন্ম।।১০।।
এই জন্ম তুমি সব যেন আমা' সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্তন-সুখ-রঙ্গে।।১১।।
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার।।১২।।
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্তন'-'আনন্দ'-রূপ হইবে আমার।।১৩।।
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্তন করিবা মহা-সুখে আমা' সঙ্গে।।১৪।।

লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ।।''১৫।।
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে।।১৬।।
প্রভু-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা' প্রবোধিয়া প্রভু নিজ বাসে গেলা।।১৭।।

শচীমাতার সন্ন্যাস-বার্তা শ্রবণ ও প্রভুর নিকট বিলাপ—

পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ।।১৮।।
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি' শচী-জগন্মাতা।
যে দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা।।১৯।।
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে।।২০।।
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন।।২১।।

ভাটিয়ারী-রাগ—

''না যাইয় না যাইয় বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া।।২২।।

(গৌরাঙ্গ হে! ধ্রু)—

কমল-নয়ন তো'র শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন।।২৩।।
অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন।।২৪।।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর।।২৫।।
পরম বান্ধব গদাধর-আদি-সঙ্গে।
গৃহে রহি' সংকীর্তন কর' তুমি রঙ্গে।।২৬।।
ধর্ম বুঝাইতে বাপ, তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন্ ধর্মের বিচার? ২৭।।
তুমি ধর্ম-ময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা?''২৮।।
প্রেম-শোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ, না করে উত্তর।।২৯।।
''তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা।।৩০।।
তোমা' দেখি' সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্বথা ছাড়িমু।।৩১।।

করুণ ভাটিয়ারী (রাগ)—

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায়।।৩২।।
সবা' লঞা কর' নিজ-অঙ্গনে কীর্তন,
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়।। ধ্রু।।৩৩।।
প্রেম-ময় দুই আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা-দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গেতে উজোর,
রাঙ্গা পা'য়ে কত মধু বরিষে।।''৩৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—''আমার এই প্রকার আরও দুইটি অবতার হইবে। ভগবন্নাম-কীর্তনের সহিত আমি অবতীর্ণ হই; আর আমার সচ্চিদানন্দ-রূপ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি অর্চনকারীর নিকট আনন্দরূপ অর্চায় আবির্ভূত হই।।'' পাষণ্ডী মৎসরস্বভাব-জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আরও দুই অবতারের ছলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চার পরিবর্তে কদর্যশীল মানবগণকে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার-রূপে স্থাপন করে! শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দুই অবতারের বিচারকে 'আবেশাবতার'- বিচারে প্রতিষ্ঠিত করায় অসদ্ব্যক্তিসকল কর্মফল-বাধ্য, 'দিবসে তিন প্রকার অবস্থা লাভকারী' জীবের মধ্যে apotheosis চালাইবার চেষ্টা করে! (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ''অর্চা' ও 'নাম' এই দুইরূপ'' বাক্যটী তাহাদের আদরের বিষয় হয় না। এইরূপ নবগৌরাঙ্গবাদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ায় পরমার্থের পথ বহুপরিমাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে।।১৩।।

প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি',
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায়।।৩৫।।

এই মত বিলাপ করয়ে শচী-মাতা।
মুখ তুলি' ঠাকুর না কহে কোন কথা।।৩৬।।
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থিচর্মসার।
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহার।।৩৭।।
প্রভু দেখি' জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে।।৩৮।।

প্রভুর জননীকে প্রবোধ দান-ছলে
তৎস্বরূপ প্রকাশ—

প্রভু বলে,—"মাতা, তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন।।৩৯।।
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি'-নাম।।৪০।।
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তূমি স্বর্গে হৈলে 'অদিতি' আপনি।।৪১।।
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার।।৪২।।
তবে তুমি 'দেবহূতি' হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার।।৪৩।।
তবে ত 'কৌশল্যা' হৈলা আর বার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি।।৪৪।।
তবে তুমি মথুরায় 'দেবকী' হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা।।৪৫।।
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি।।৪৬।।
আরো দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।৪৭।।
'মোর অর্চা মূর্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী।।৪৮।।
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্মে।।৪৯।।
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্বথা।।"৫০।।

জননীর স্থৈর্য—

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন।।৫১।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান।।৫২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিরহ-প্রবোধ-বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোক শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস করিয়াছিলেন সেই সন্ন্যাসের ফলে তিনি ভারতের বহুস্থানে বহু ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্ণ কোথায় কিরূপভাবে লীলা করিতেছেন',----ইহা দেখিবার সুযোগের অভিনয় করিয়াছিলেন বহু জ্ঞাতার অভাবে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব'-নামধারিগণের মধ্যে যে বিষম অপরাধময় চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা হইতে উহারা সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে উহাদের কোন মঙ্গলই হইবে না। ভক্তির প্রতিকূলবিষয়-ত্যাগই প্রধান লোকশিক্ষা। ভোগ-প্রতীতিতে জগদ্দর্শনে কখনও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। সম্ভোগবাদের বিচারটি এই কুণ্ঠাযুক্ত রাজ্যে প্রাকৃত সহজিয়াবাদে পরিণত হয়।।১৫।।

চন্দ্রের সহিত শ্রীগৌরহরির বদন, কুন্দপুষ্প ও মুক্তার সহিত তাহার বাক্যাবলীর এবং গজেন্দ্র-গমনের সহিত তাঁহার প্রতি-পদক্ষেপে উপমিত হইয়াছে।।২৩-২৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর ধর্মের উপদেশ ও ধর্মময়, সুতরাং জননী-সেবা পরিহার করিয়া ধর্মের অবস্থান কিরূপে হইবে, শচীদেবী তাহা জানিতে চাহিলেন। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো" (ভাঃ ১।২।৬) এই বিচার শিক্ষা দিবার জন্য শচীমাতার মুখে এই প্রশ্নের উদয়। ভগবানের সেবা জাগতিক তাৎকালিক ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।।২৮।।

অর্চা-মূর্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে আর ভগবন্নাম শব্দাত্মক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার---অর্চাবতার ও নামাবতার। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার" (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২) ইহাই গৌরসুন্দরের বাণী। অর্চা-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন---"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ---তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি,---তিন চিদানন্দ-রূপ।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭অঃ)।।৪৭।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।